ভোরের কাগজ

তারিখ 18 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ৬ ... ২

বিবিধ প্রসঙ্গ

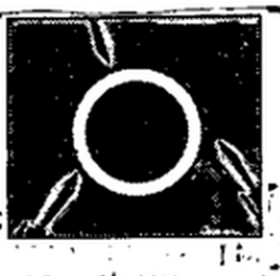

এস এম সাদউল্লাহ

জাবির প্রোক্টর অপসারণ প্রসঙ্গে

গত সপ্তাহে এই কলামে 'কন্যাপ্রীতি' উপশিরোনামে, সংবাদপত্রের পরিবেশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে প্রোক্টরের পদ থেকে ড. গোলাম হোসেনকে অপসারণ করে তার স্থলে নতুন প্রোক্টর হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জীব বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক সালেহ আহমেদকে— এ বিষয়ে কারণ দেখিয়ে যে নিবন্ধ লিখেছিলাম সে সম্বন্ধে কিছু নতুন তথ্য পাওয়ায়, বিষয়টিকে পাঠকদের কাছে খোলাসা করে তুলে ধরার ইচ্ছা হলো। প্রোক্টরের পদ থেকে ড. গোলাম হোসেনের অপসারণের পিছনে রাজনীতি না কন্যাপ্রীতি কাজ করেছে, এটাই মুখ্য প্রশ্ন।

জানা গেছে, ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে গত ১০ মে 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রছাত্রীদের' পক্ষ থেকে মাহবুব মোর্শেদ সালাহউদ্দিন শুভ্র ও ইফতেখার মাহমুদ জাবির উপাচার্যের বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করে দাবি করেছে যে—

* চিহ্নিত শিবিরকর্মী, বর্তমান শিক্ষক সালেহ আহমদ খানকে প্রোক্টর পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।

* দেলওয়ারের শাস্তি দিতে হবে এবং অবৈধ পরীক্ষা বাতিল করতে হবে; আর

* অশালীন মন্তব্যকারী কামালউদ্দিন হলের মসজিদের ইমামকে বহিষ্কার করতে হবে।

কারণ—

ক. প্রোক্টরের অপসারণ ও তদস্থলে শিবিরকর্মী সালেহ আহমদের নিয়োগ জামাত আমির মতিউর রহমান নিজামীর ক্যাম্পাস পরিদর্শনের সঙ্গে সরাসরি না হলেও বক্রভাবে সম্পৃক্ত। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, 'আমরা মনে করি, ... একটি গভীর চক্রান্তের অংশ হিসেবে চিহ্নিত শিবির নেতা সালেহ আহমদকে প্রোক্টর নিযুক্ত করা হয়েছে। সালেহ আহমদ খান ১৯৮৯ সালে ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্র শিবির মনোনীত সদস্য পদে প্রার্থী ছিলেন। ১৯৯২ সালে ইসলামী ছাত্র শিবিরের পুস্তিকায় শিবির কর্মী হিসেবে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। শিবিরবিরোধী আন্দোলনে হাবিবুর রহমান কবির শহীদ হলে তিনি (সালেহ আহমদ) তিন মাস ক্যাম্পাস থেকে পলাতক ছিলেন এবং প্রত্নবর্তীকালে মুচলেকা দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করেন।' (জানা যায়, সম্ভবত,' বর্তমান আইনমন্ত্রীর সুপারিশে)।

'ইতিপূর্বে মওলানা ভাসানী হলের ১২৯ নং কক্ষে রসায়ন বিভাগের ছাত্র দেলওয়ার 'জাসাইকা', (JASAICCA) জাহাঙ্গীরনগর স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ফর ইসলামিক কনসাসনেস এন্ড কালচারাল অ্যাক্টিভিটিজ নামে একটি উগ্র মৌলবাদ সংগঠনের বৈঠক করলে মৌলবাদ বিরোধী ছাত্র সমাজের চাপে প্রশাসন তাকে পুলিশে সোপর্দ করে। তার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম (Logo) ব্যবহারের সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে একই বিভাগের শিক্ষক সাবেক প্রোক্টর এনামুল্লাহ পারভেজ নির্ধারিত সময়ের পর অবৈধভাবে দেলওয়ারের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। এই নিয়ে মৌলবাদবিরোধী ছাত্র সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল বরাবর স্মারকলিপি দিলেও প্রশাসন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ নিয়েও ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়।'

এখানে উল্লেখ্য যে গত ৪/৫/০৩ তারিখে মতিউর রহমান নিজামী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করার জন্য ক্যাম্পাসে ঢুকলে প্রবল ছাত্র বিক্ষোভের মধ্যে পড়েন। তবে শেষমেশ পুলিশি হস্তক্ষেপে ভিন্ন রাস্তায় গিয়ে তিনি ভিসির সঙ্গে বৈঠক করেন। প্রগতিশীল ছাত্র জোটের নেতাকর্মীরা রাস্তায় শুয়ে পড়ে তার প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে। তারা ঐ সময় রাজাকারবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে।

মতিউর রহমান নিজামী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রাম গেরুয়ায় গিয়েছিলেন। ফেরার পথে জাবি ক্যাম্পাসের রাস্তা ধরে আসতে থাকেন, উদ্দেশ্য উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকরা। কবির সরণির কাছে ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা শুয়ে পড়লে বাধাপ্রাপ্ত হন, পুলিশ এসেও এদের রাস্তা থেকে ওঠাতে পারেনি। শেষে পুলিশের সাহায্যে রাস্তা পরিবর্তন করে উপাচার্য অধ্যাপক জসিম উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করতে যান; এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাবির প্রোভিসি অধ্যাপক ইমাম উদ্দিন। (সূত্র : ভো কা : ৫-৫-০৩)।

৬-৫-০৩ তারিখে ভো কার খবরে প্রকাশ'...। প্রগতিশীল ছাত্র সমাজের নেতাকর্মীরা রাস্তায় শুয়ে পড়ে তার (নিজামী) প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে এবং রাজাকারবিরোধী স্লোগান দিতে থাকে। মন্ত্রী অবস্থা বেগতিক দেখে উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ ঘটনা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। শেষমেশ নিজামীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করতে পারার দায়দায়িত্ব এসে বর্তায় মন্ত্রীর প্রটেকশনের দায়িত্বে নিয়োজিত দারোগা মজিবর ও সঙ্গীয় তিন কনস্টেবলের ওপর। এ ব্যাপারে দারোগা মজিবর রহমানকে সাময়িক চাকরিচ্যুত করা হয় এবং সঙ্গীয় তিন কনস্টেবলকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়। তিন কনস্টেবল হলো আইয়ুব, শরিফ ও মকবুল। পরবর্তী সময়ে ৭-৫-০৩ ভো কাতে সংবাদ বের হয় যে ক্লোজ করা তিন কনস্টেবলকেও সাসপেন্ড করা হয়েছে।

নিজামীর ক্যাম্পাসে আগমন ও উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে যে ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছিল এবং ফলে নিজামীকে অন্য রাস্তা দিয়ে পুলিশের সাহায্যে ক্যাম্পাস পরিত্যাগ করতে হয়েছে, এই ব্যাপারটিকে প্রোক্টরের নাকি দায়িত্বহীনতার পরিচয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তার অপসারণ এবং তদস্থলে একজন শিবিরকর্মীকে নিয়োগ।

এই ঘটনার সঙ্গে বক্রভাবে জড়িত ড. গোলাম হোসন প্রোক্টর পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। ক্যাম্পাসে প্রোক্টর পদটিকে বলা হয় 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী'র পদ, কারণ ক্যাম্পাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়-দায়িত্ব প্রোক্টরের। নিজামীর ক্যাম্পাসে আগমন ও উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে যে ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছিল এবং ফলে নিজামীকে অন্য রাস্তা দিয়ে পুলিশের সাহায্যে ক্যাম্পাস পরিত্যাগ করতে হয়েছে, এই ব্যাপারটিকে প্রোক্টরের নাকি দায়িত্বহীনতার পরিচয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাই তার অপসারণ এবং তদস্থলে একজন শিবিরকর্মীকে নিয়োগ। পুরোপুরি ঘটনাটি যে রাজনীতির কূটচালের সঙ্গে জড়িত এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

'জাসাইকা' সম্বন্ধে যে অভিযোগটি ছাত্রদের ১০ মের স্মারকলিপিতে প্রকাশ পেয়েছে তার একটা প্রতিবেদন আমার এই কলামে গত ২০-১-০৩ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। জামাত-শিবির বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে তাদের প্রতিপত্তি ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তারই প্রচেষ্টা জাসাইকার অ্যাক্টিভিটিজ। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস দখলের পর তারা ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দখলে মরিয়া হয়েছে তারা, আর এতে মদদ জোগাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের তথাকথিত চেতনাধারীরা। এদের চেতনার তখনই উন্মেষ হবে যখন জামাত-শিবির তাদের ল্যাং মেরে ধরাশায়ী করবে এবং কুরআনের আইন ও সৎ লোকের শাসনের নামে তালেবানি প্রশাসন প্রবর্তন করবে, তার আগে নয়।

ক্যাম্পাসে ভর্তি পরীক্ষার হলে মেয়েকে উত্তর বলে দেওয়াটা নাকি কোনো চাঞ্চল্যকর বিষয় নয়, বরং স্বাভাবিক। কারণ প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে লবিং প্রক্রিয়ায় Ist Class পাওয়ার প্রচেষ্টা অতি প্রাচীন। ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সঙ্গে গড়ে ওঠার কারণে পরীক্ষার খাতায় নম্বর ওঠানামা করে। এ অবস্থায় ক্যাম্পাসে ভর্তি পরীক্ষায় চেনা-শোনা ছাত্রছাত্রীকে দুএকটা প্রশ্নের জবাব বলে দেওয়া কোনো ব্যাপার নয়। 'কন্যাপ্রীতি'র প্রশ্ন দূরের কথা। আর এই 'কন্যাপ্রীতি'র জন্য শিক্ষক সমিতি যে তোলপাড় সৃষ্টি করে তড়িঘড়ি ড. গোলাম হোসেনকে প্রোক্টর পদ থেকে সরিয়ে শিবিরকর্মীকে নিয়োগ দেয়, তা কন্যাকে প্রশ্নের জবাব বলে দেওয়ার জন্য নয়। বরং তা অকাট্য রাজনীতি বিষয়ক ও ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রয়াস। তাছাড়া শিক্ষক সমিতিও একটি রাজনীতির আখড়া, এখানেও 'লাইক ও ডিসলাইক'-এর ব্যাপারটা বেশ প্রকট।

সূত্রমতে আরো বক্তব্য হলো, পত্রপত্রিকার রিপোর্ট বস্তুনিষ্ঠ হয় না। ভাসাভাসা সংবাদ সংগ্রহের মাধ্যমে একটা চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট তৈরি করে পত্রিকার কাটতি বাড়ানোর প্রচেষ্টা কোনো নতুন ঘটনা না। যেমন ড. হোসেনের পরীক্ষক মোতাহার হোসেনকে বাইরে ডেকে নিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও গালিগালাজ করার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও কল্পকথা বলে আমাদের ধারণা জন্মেছে। এ ঘটনা কোনো ছাত্রছাত্রীর নজরে পড়েনি, কোনো তোলপাড়ও হয়নি; কিছু বিশেষ শিক্ষক তোলপাড় করেছেন ড. হোসেনকে সরানোর জন্য।

খ. উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপির ২নং দাবি হলো দেলোয়ারের শাস্তি দিতে হবে এবং অবৈধ পরীক্ষা বাতিল করতে হবে। কারণ উগ্র মৌলবাদী সংগঠন 'জেসাইকা'র বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তার ১২৯ কক্ষ ভাসানি হলে, এবং অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম তার প্রচারপত্রে ব্যবহার করার সুস্পষ্ট অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে, এবং পরবর্তী সময়ে সাবেক প্রোক্টর এনামুল্লাহ পারভেজ নির্ধারিত সময়ের পর অবৈধভাবে দেলোওয়ারের পরীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রদত্ত স্মারকলিপির কোনো ব্যবস্থাই এ পর্যন্ত প্রশাসন গ্রহণ করেনি।

গ. স্মারকলিপির ৩নং দাবি অশালীন মন্তব্যকারী কামাল উদ্দিন হলের মসজিদের ইমামকে বহিষ্কার করা; কারণ উক্ত ইমাম এক জুমার খোতবায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ছাত্র এবং নাটক ও নাট্যতত্ত্বর নামে অশালীন বক্তব্য প্রদান করে, যা অত্যন্ত আপত্তিকর। এর প্রতিবাদেও ছাত্র সমাজ ইমামের শাস্তি দাবি করে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছিল, কিন্তু কোনো অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। নামমাত্র তদন্ত কমিটি গঠন করলেও ছাত্র সমাজ সেই তদন্ত রিপোর্টের মতামত জানতে পরেনি— প্রশাসন থেকে জানানোও হয়নি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে দেশবাসীর ও অভিভাবকদের যথেষ্ট উদ্বেগ রয়েছে। এ উদ্বেগ ১৯৯৮ সালের ন্যক্কারজনক ঘটনার পর বেড়েই চলেছে, অথচ প্রশাসন বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চেতনার উদয় ঘটছে না। এর কারণ— হয়তো দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের প্রভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চাকরির খাতিরে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যাচ্ছে; নয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে যারা নিযুক্ত তারা মেরুদণ্ডহীন, রুখে দাঁড়াতে পারছে না অবৈধ ও অনৈতিকতাযুক্ত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে।

১৪-৫-০৩ ভো কায় প্রকাশিত এক সংবাদে জানা গেলো যে গত সোমবার (১২-৫-০৩) রাত প্রায় ২টার সময় সেলিম ও দেলওয়ার নামে দুই ছাত্র নৈশকোচে নওগাঁ থেকে ডেয়রি ফার্ম গেটে নামে এবং ক্যাম্পাসের ২১ স্মারণীর পাদদেশে পৌঁছলে ৫/৬ জন মুখোশধারী একদল ছিনতাইকারী তাদের ছুরিকাঘাতে জখম করে ও সর্বস্ব ছিনিয়ে নেয়। তারা এখন গুরুতর অবস্থায় শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনা বর্তমান শিবির কর্মী প্রোক্টরের জন্য কতোটুকু সহায়ক হবে তার পদে আসীন থাকতে সেই প্রশ্নটি এখন ক্যাম্পাসের সকলের কাছে আলোচ্য বিষয় এবং প্রদত্ত স্মারকলিপির পক্ষে সাক্ষ্যদায়ক হবে কি? এই প্রশ্নটি ক্যাম্পাসে চাপা গুঞ্জনের স্থান করে দিয়েছে। ক্যাম্পাসে মুখোশধারী ৫/৬ 'ছিনতাইকারী' এলো কি করে? তারা কি ছাত্ররাজনীতির অংশীদার? না কোনো স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক নিযুক্ত? প্রশ্ন যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন 'সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে উপাচার্যের কাছে প্রদত্ত ১০/৫/০৩ তারিখের স্মারকলিপিকে এই ঘটনার আলোকে কিভাবে বিবেচনা করবেন অন্যান্য কারণকে সমুন্নত রেখে, এ বিষয়টি উপাচার্যের বিচার্য বস্তু; তবে দেশের সাধারণ মানুষ ও অভিভাবকরা চায় জাবিতে লেখাপড়ার পরিবেশ ও শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের মাঝে পিতা-সন্তান সম্পর্ক গড়ে উঠুক। রেষারেষি ও রাজনীতির পরিবর্তে ক্যাম্পাস বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে পরিণত হোক— যেমনটি এদেশের বুদ্ধিজীবীদের স্বপ্ন ছিল উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য ইসলামাবাদ বা জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গড়ে উঠবে আমাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

সংশ্লিষ্ট স্কুলের সুমতি হোক।

এস এম সাদউল্লাহ : কলাম লেখক।